

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা।

[মুসক অনুবিভাগ]

সাধারণ আদেশ নং-০৩/মুসক/২০১৪ তারিখ: ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/০৫ জুন, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: মূল্য সংযোজন কর (মুসক) উৎসে আদায়/কর্তন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা।

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সরকারি প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎসে মূল্য সংযোজন কর (মুসক) আদায়/কর্তন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিম্নরূপ দিক-নির্দেশনা প্রদান করিলে।

০২। যে সব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে:

(১) নিম্নের ছকে বর্ণিত সেবাসমূহের ক্ষেত্রে উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত হারে আর্থিকভাবে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে। সেবাপ্রদানকারী মুসক পরিশোধপূর্বক সেবা প্রদান করলে তিনি অনুচ্ছেদ নং-৫(ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। সেবাপ্রদানকারী মুসক পরিশোধ বাতিরেকে সেবা প্রদান করলে তিনি অনুচ্ছেদ নং-৫(খ) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন:-

ক্র. নং	সেবার কোড	সেবার শিরোনাম	মুসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১.	এস ০০২.০০	ডেপোজিট ও কার্ডার্স	১৫%
০২.	এস ০০৩.১০	মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ	৭.৫%
০৩.	এস ০০৩.২০	ডকুমেন্ট	৭.৫%
০৪.	এস ০০৪.০০	নির্মাল সংস্থা	৫.৫%
০৫.	এস ০০৮.১০	ছাপাখানা	১৫%
০৬.	এস ০০৯.০০	নিলামকারী সংস্থা	১৫%
০৭.	এস ০১০.১০	ডিম উৎপাদন সংস্থা	৩%
০৮.	এস ০১০.২০	ডবল নির্মাণ সংস্থা	৩%
০৯.	এস ০২০.০০	জরিপ সংস্থা	১৫%
১০.	এস ০২১.০০	প্লাস্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
১১.	এস ০২৪.০০	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	৬% (ক) উৎপাদন পর্যায়ে (খ) বিপণন পর্যায়ে (শো-রুম) (উৎপাদন পর্যায়ে ৬% হারে মুসক পরিশোধের চালানপত্র থাকে সাপেক্ষ)।
১২.	এস ০২৮.০০	কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	১৫%
১৩.	এস ০৩১.০০	পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেসারমত বা সার্ভিসিং- এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা	১৫%
১৪.	এস ০৩২.০০	কনসালট্যান্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারী ফার্ম	১৫%

(২) "যোগানদার" সেবার ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন: উপরের তালিকার ১৮ নং ক্রমিকে বর্ণিত "সেবা "যোগানদার" এর ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। "যোগানদার" Procurement Provider) অর্থ কোন্সিটেশন বা দরপ্রদত্ত বা অন্যভাবে বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় "অন্যভাবে" শব্দের অর্থ হলো- যেভাবেই ক্রয় করা হোক না কেনো, অর্থাৎ নগদে ক্রয় করা হলে বা যে কোনো মূল্যে ক্রয় করা হলে তা "যোগানদার" সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই, এসব ক্ষেত্রে মুসক উৎসে কর্তন করতে হবে। অথবা ক্রয়কারী তার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রযোজ্য মুসক-এর অর্থ প্রদান করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। যোগানদারের সংজ্ঞায় "করযোগ্য পণ্য বা সেবা" সরবরাহকারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো- যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ নেয়া হয়েছে তা করযোগ্য হতে হবে। তবে

এইচ এম মহসিন
স-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকার

পণ্য বা সেবার করযোগ্যতা আইনের প্রথম তফসিল ও দ্বিতীয় তফসিল এর ভিত্তিতে নিরূপিত হবে। প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রদত্ত অব্যাহতি কেবল করযোগ্য পণ্য বা সেবার বিভিন্ন পর্যায়ের অব্যাহতি হিসেবে গণ্য বিধায় উক্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে মুসক উৎসে কর্তন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, "যোগানদার" হলো একটি সেবা-করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা সংক্রান্ত সেবা। তাই, কোন পণ্যের সরবরাহ "যোগানদার" সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা তা অনুধাবনের জন্য নির্দেশ বিধায়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে:

(ক) কোন উৎপাদক বা ব্যবসায়ী ১৫% হারে মুসক পরিশোধিত মুসক-১১ চালানসহ পণ্য সরবরাহ করলে উক্ত সরবরাহ "যোগানদার" সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে না।

(খ) উৎপাদকের নিকট থেকে বা নির্ধারিত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মুসক পরিশোধকারী ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে বা আমদানি করে পণ্য সরবরাহ করা হলে তা যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে, বিধায় এরূপক্ষেত্রে মুসক উৎসে কর্তন করতে হবে।

(গ) যে সকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে, সে সকল সেবা সরবরাহ যোগানদার হিসেবে গণ্য হবে না।

(৩) উপরের (১) উপনুচ্ছেদের তালিকায় বর্ণিত সেবাসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো সেবা বা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তনের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ডি) অনুসারে প্রযোজ্য মুসক পরিশোধিত হয়েছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব পণ্য বা সেবা গ্রহণকারীর রয়েছে। তিনি মুসক চালান, ট্রেজারী চালান, চলতি হিসাব বা অন্য কোনো দলিলাদি দৃষ্টে মুসক পরিশোধিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করেন। মুসক পরিশোধিত হয়ে থাকলে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে না। মুসক পরিশোধিত না হয়ে থাকলে প্রযোজ্য মুসক উৎসে কর্তন করতে হবে।

(৪) বিধি-১৮৬ অনুসারে উৎসে মুসক কর্তন: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮৬ অনুসারে সরকারী, আধাসরকারী ও খায়তুশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হ'তে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর ১৫ (পনের) শতাংশ হারে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে। প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং টেলিফোন সংযোগ প্রদানকালে সংযোগ ফি'র উপর উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে।

(৫) বিধি-১৮৮ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে সেবা আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন: যেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাহির হ'তে সেবা সরবরাহ করা হয় এবং বাংলাদেশে সেবা গ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যারা বিল পরিশোধের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা) প্রযোজ্য হারে মুসক উৎসে কর্তন করবে। কর্তিত মুসক জমাদানের প্রমাণ এবং মূল্য যোগ্য উক্ত সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকা সাপেক্ষে সেবার ক্ষেত্রে উক্ত মুসক রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে।

(৬) উৎসে মুসক কর্তনযোগ্য কোনো সেবা ক্রয়ের বিপরীতে যদি ক্রেতার ব্যাংক অভ্যন্তরীণ স্বর্ণপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে ক্রেতার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করে, তাহলে উক্ত ব্যাংক ক্রেতার পক্ষে প্রযোজ্য মুসক উৎসে কর্তন এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে।

০৩। যে সব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে না:

(ক) "মুসক-১১" চালানপত্র বা "মুসক-১১" চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী সরাসরি পণ্য সরবরাহ করলে, বা টার্নওভার কর বা কুটিশিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তি নম্বর সম্বলিত কাশমোমামূলে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করলে, উক্ত সরবরাহ "যোগানদার" হিসাবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মুসক উৎসে কর্তন করতে হবে না।

(খ) গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, পানি ইত্যাদি পরিসেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে না।

(১) "বিজ্ঞাপনী সংস্থা" দ্বার্যক সেবা প্রদানকারী ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা/সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত "মুসক-১১" চালানপত্র বা "মুসক-১১" হিসেবে বিবেচিত কোন চালানপত্রসহ বিল দাখিল করবে, সেক্ষেত্রে মুসক উৎসে কর্তন করতে হবে না। উক্তরূপে প্রত্যায়িত মুসক চালান না থাকলে ১৫ শতাংশ হারে মুসক উৎসে কর্তন করতে হবে।

০৪। উৎসে মুসক কর্তনকারীর করণীয়: উৎসে মুসক কর্তনের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট মুসক কমিশনারেটের ক্ষেত্রে কর্তিত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে। ট্রেজারী চালানে অর্থনৈতিক কোড "১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/ ০৩১১" লিখতে হবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হলো: টাকা (পূর্ব) ০০৩০, টাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, টাকা (উত্তর) ০০১৫, টাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলটিইউ (মুসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। ট্রেজারী চালানের প্রথম কলামে "যার মারফত প্রদত্ত হলো তার নাম ও ঠিকানা" এর নিচে উৎসে কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মুসক নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে), সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখতে হবে। ট্রেজারী চালানের দ্বিতীয় কলামে "যে ব্যক্তির/অতিষ্ঠানের পক্ষ হতে টাকা প্রদত্ত হলো তার নাম, পদবি ও ঠিকানা" এর নিচে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মুসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখতে হবে। একাধিক সরবরাহকারীর নিকট হ'তে কর্তিত মুসক, একটি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদানের ক্ষেত্রে এখানে "বিত্তরিত বিপরীত পৃষ্ঠায় দেখুন" লিখতে হবে। অতঃপর বিপরীত পৃষ্ঠায় পণ্য/সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্রেক-আপ নিতে হবে। জমা প্রদানের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থবহর ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক নম্বরযুক্ত "মুসক-১২খ" ফরমে তিনকপি প্রতায়নপত্র প্রস্তুত ও জারী করতে হবে। "মুসক-১২খ" ফরমে একাধিক সরবরাহকারীর তথ্যাদি নিষিদ্ধ করা যাবে। প্রতায়নপত্র (ট্রেজারী চালানের মূল কপি) উৎসে মুসক কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট সার্কেলে প্রেরণ করতে হবে। মুসক সার্কেল রাজস্ব বিবরণীতে উহা প্রদর্শন করবে। প্রতায়নপত্রের অনুলিপি (ট্রেজারী চালানের সত্যায়িত ছায়াছবি) সেবা সরবরাহকারী বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। প্রতায়নপত্রের একটি অনুলিপি উৎসে কর্তনকারী ৬ (ছয়) বছর সংরক্ষণ করবেন। তবে, চেকের মাধ্যমে ট্রেজারীতে অর্থ জমা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় ট্রেজারী চালান পেতে বিলম্ব হয়। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে ট্রেজারী চালান প্রাপ্তির (ট্রেজারী চালানে উল্লিখিত) তারিখ থেকে অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতায়নপত্র প্রস্তুত ও জারী করতে হবে। নির্দ্রষ্ট উৎসে কর্তনকারী সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে উৎসে কর্তিত এবং ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমাকৃত মুসক-এর পরিমাণ নাখিলপত্রের যথাক্রমে ক্রমিক নং-৫ এবং ১৬ এর বিপরীতে প্রদর্শন করবেন।

৫। সেবা প্রদানকারীর করণীয়:

(ক) যেক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ করে সেবা প্রদান করা হয়েছে: অনেক ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী উৎসে কর্তনকারীর নিকট সেবা সরবরাহ করলেও সেবা প্রদানের উপর প্রযোজ্য মূসক স্থানভিত্তিকভাবে পরিশোধ করে থাকেন। আবার, সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক রেখাত নেয়ার সুবিধার্থে অনেক সময় মূসক পরিশোধ করে সেবা গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু, বৃহৎ করদাতা ইউনিটভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিল করেন। অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিল করার ক্ষেত্রে “মূসক-১৯” ফরমের ঘরসমূহে অনেক ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনা এন্ট্রি প্রদানের সুযোগ নেই। এরূপ ক্ষেত্রেসমূহে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে এবং প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধিত হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী তার দাখিলপত্রের ১ নং ক্রমিক সমুদয় বিবরণ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন। ৪ নং ক্রমিকে স্থানভিত্তিকভাবে সমুদয় প্রদেয় লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সরবরাহকৃত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এর তথ্য অনুযায়ী তার পরিমাণ উহা জারীর কর মেয়াদ বা তার অব্যবহিত পরবর্তী কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ক্রমিক নং-১২ এর বিপরীতে লিপিবদ্ধ করে সমন্বয় করবেন। প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এর ভিত্তিতে সর্বমোট অর্থের পরিমাণ ক্রমিক নং-১৯ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। তবে, এলটিইউভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি উপানুচ্ছেদ (খ) মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে দাখিলপত্রের হার্ডকপিতে যথাযথভাবে এন্ট্রি প্রদান করতে হবে।

(খ) যেক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ না করে সেবা প্রদান করা হয়েছে: সাধারণত: সেবা প্রদানকারীগণ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র দাখিল করার পূর্বে মূসক-এর অর্থ সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করে থাকেন। উৎসে মূসক কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রযোজ্য মূসক উৎসে কর্তন করা হবে সেহেতু সেবা প্রদানকারী কর্তৃক মূসক পরিশোধ না করার জন্য এই উপানুচ্ছেদে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে, সরবরাহকারীর দাখিলপত্রের ১ এবং ৪ নং ক্রমিকে এন্ট্রি দিতে হবে। দাখিলপত্রের ১ নং ক্রমিকে “করযোগ্য পণ্য, সেবা বা পণ্য ও সেবার নীট বিক্রয়” এর বিপরীতে ৪ নং ঘরে “মূল্য সংযোজন কর” এর পরিমাণ লিখতে হবে। উক্ত পরিমাণের মধ্যে কত টাকা উৎসে কর্তনযোগ্য তা প্রথম বন্ধনীর (.) মধ্যে লিখতে হবে। দাখিলপত্রের ৪ নং ক্রমিকে “মোট প্রদেয় কর (সারি ১ হইতে SD+VAT)” এর বিপরীতে, ১ নং ক্রমিকে উল্লেখিত উৎসে কর্তনযোগ্য অর্থের পরিমাণ বাদ দিয়ে লিখতে হবে। সেবা সরবরাহকারী “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক সরবরাহকারীকে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র প্রদানের কর মেয়াদে অথবা অব্যবহিত পরবর্তী কর মেয়াদে দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে উহা এন্ট্রি দেবেন। প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এবং ট্রেজারী চালানের হারিলিপি দাখিলপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। কত টাকার “মূসক-১২খ” এখনও পাওয়া যায়নি তা এস্থলে দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে বন্ধনীর (.) মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত “মূসক-১২খ” এর পরিমাণের সাথে বর্তমান কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত “মূসক-১২খ” এর পরিমাণ বিয়োগ করলে, এ পর্যন্ত কত টাকার “মূসক-১২খ” পাওয়া যায়নি তার পরিমাণ পাওয়া যাবে। দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত অর্থের পরিমাণ দেখে মূসক কর্মকর্তাগণ বুঝতে পারবেন যে, এখনও পর্যন্ত কত টাকার উৎসে কর্তন অনিন্দনীয় রয়েছে অর্থাৎ “মূসক-১২খ” পাওয়া যায়নি।

০৬। সুদ, দত্ত ইত্যাদি: উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হলে উক্ত অর্থ ২% সুদসহ তার নিকট থেকে এমনভাবে আদায়যোগ্য হবে, যেন তিনি পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী। উৎসে

কর্তন করার পর সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে জমা প্রদান করা না হলে কর্তনকারী ব্যক্তি, জমা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রত্যেককে সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। তাছাড়া, কর্তিত অর্থ ২% সুদসহ আদায়যোগ্য হবে। উৎসে মূসক কর্তন ও জমাদানে ব্যর্থতার জন্য পণ্য/সেবা সরবরাহকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ে সমানভাবে দায়ী হবেন।

০৭। বিবিধ:

(ক) অনেক সময় “যোগানদার” প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত দরপত্র বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে পণ্য আমদানি করে থাকেন। দরপত্র বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আদায়যোগ্য হবে না। শুক্রায়নের সময় দরপত্র বা কার্যাদেশ সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে “যোগানদার” হিসেবে মূসক উৎসে কর্তনযোগ্য হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা/বিক্রেয়কেন্দ্র তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদান করবে।

(গ) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার উপর মূসক যা সহজ ভাষায় আমরা বাড়ি ভাড়া বা অন্য কোনো স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার উপর মূসক বলে বুঝে থাকি, তা ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদেয় মূসক। ইহা উৎসে কর্তন নয়। ভাড়া গ্রহণকারী নিজের মূসক নিজেই প্রদান করেন।

(ঘ) আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত অগ্রিম মূসক (A.T.V) চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) রেখাত নেয়ার স্থানভিত্তিক বিধান রয়েছে। তাই, দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে উহা প্রদর্শন করতে হবে না। তবে, যে সব সেবা প্রদানকারী চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন না, তারা উক্ত মূসক দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে প্রদর্শন করে রেখাত গ্রহণ করবেন।

(ঙ) কোনো পণ্যের অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে টেডার মূল্য কম বা বেশি হলে টেডার মূল্য অনুমোদন করার এবং অনুমোদিত/টেডার মূল্যে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। টেডারমূল্য এবং মূসক চালানপত্রে (মূসক-১১) উল্লিখিত মূসকসহ মূল্য অভিন্ন হতে হবে। এক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ নং-৩(ক) মোতাবেক উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে না।

(চ) একটি সরবরাহের একাধিক উপাদান থাকলে উৎসে মূসক কর্তন নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এরূপক্ষেত্রে টেডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত বিধানবলী প্রয়োগ করতে হবে।

০৮।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ২৩ জৈষ্ঠ, ২০১৩ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মোঃ শওকাত হোসেন)
প্রথম সচিব (মূসক-নীতি)